গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,ফরিদপুর
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)
www.faridpur.gov.bd

স্মারক নং ৫১.০১.২৯০০.০০০.৪১.০৫৩.২৩. ৪২২

তারিখ : ১০ আষাঢ়,১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৪ জুন,২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বিভাগীয় কমিশনারের অনুকূলে নগদ অর্থ উপবরাদ্দ প্রদান।

সূত্র : বিভাগীয় কমিশনার,ঢাকা বিভাগ,ঢাকার স্মারক নং ০৫.৪১.৩০০০.০১১.১৪.০০২.১৮.৭৮,তারিখ : ২০.০৬.২০২৪ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বিভাগীয় কমিশনারের অনুকূলে ৩ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৩,৫০,০০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সদরপুর,মধুখালী ও ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমান অর্থ এতদ্বারা উপবরাদ্দ প্রদান করা হলো।

ক্র: নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	উপবরাদ্দকৃত টাকার পরিমান
১	সদরপুর	পূর্ব শোলাডুবী মজুমদার বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ,সদরপুর,ফরিদপুর।	১,৫০,০০০.০০
২	মধুখালী	মথুরাপুর গাংনীপাড়া নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ,মধুখালী,ফরিদপুর।	১,০০,০০০.০০
৩	ফরিদপুর সদর	মসজিদে নূর সংস্কার,ঝিলটুলী,২১ নং ওয়ার্ড,ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর।	১,০০,০০০.০০
		মোট =	৩,৫০,০০০.০০

শর্তাবলী :

১। উপবরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট কোড নং ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩৭২১১০১ (ibas ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪০০০০০০-৩৭২১১০১) খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।

২। ৩য় কিস্তির প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সময়সীমা আগামী ৩০.০৬.২০২৪ খ্রি:।

৩। এ কর্মসূচির অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত সকল আর্থিক বিধি-বিধান ও সংশ্লিষ্ট টিআর নির্দেশিকা-২০২১ অনুশাসনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে সোলার খাতে কোন প্রকল্প/স্কীম গ্রহণ করা যাবে না।

৫। এ কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই টিআর কর্মসূচির নির্দেশিকার ৪ নং অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৬। প্রি-ওয়ার্ক বাধ্যতামূলক করা; প্রি-ওয়ার্কের অনুমোদন ছবি তুলে রাখা,ভিডিও সফট কপি সিডি আকারে সংরক্ষণ করা, যাতে কর্মোত্তর জরিপের একটি তুলনা করা সম্ভব হয়, প্রতিটি প্রকল্পের বর্ণনাসহ যথাযথ সাইজের সাইনবোর্ড দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন বাধ্যতামূলক এবং অবশ্যই সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

৭। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন না হলে প্রকল্প বাতিল করে দেয়া হবে এবং দায়ী ব্যক্তিগণকে চিহ্নিত করে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরৎ নেয়াসহ দেশের প্রচলিত আইন/বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮। প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সরকারি কর্মর্তাদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের তদারকি/জবাব দিহিতার আওতায় এনে সর্বসাধারণের নিকট তা দৃশ্যমান করতে হবে।

৯। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকার (ইউনিয়ন/পৌরসভা) নির্বাচিত কাউন্সিলরকে প্রকল্পের সভাপতি করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

১০। এ বরাদ্দের অর্থ দিয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মেরামত/উন্নয়ন করা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মসজিদ, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্পে ইমাম/পুরোহিতকে পিআইসির সভাপতি করতে হবে।

১১। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে পিআইসি গঠনসহ আনুষংগিক কাজ সম্পূর্ণ করে প্রকল্প কাজ শুরু নিশ্চিত করতে হবে। অব্যয়িত নগদ অর্থ যথাসময়ে ফেরত প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

CamScanner